৪

দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ ০৪ জুলাই 1996
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল

প্রশ্ন ব্যাংক তুলে দেয়ার প্রতিক্রিয়া ॥ পাসের হার অর্ধেকে নেমে এসেছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট,

প্রশ্ন ব্যাংক তুলে দেবার স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলপর্বে। পাসের হার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। গেল বছরে ৪ বোর্ডের ফলাফলে গড় পাসের হার ছিল ৭০ শতাংশের কম। এবারে শনিবার প্রকাশিত ফলপর্বে ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৪২.২০%, যশোর বোর্ডে ৪৩.৯৯%। ৫শ' প্রশ্নের ৫০ নম্বরের প্রশ্ন ব্যাংকের সুযোগ গেল বছরের এপ্রিল মাসে রহিত করা হলে তা পরীক্ষার্থী সংখ্যাতেও প্রভাব ফেলেছে। ১৯৯৫ সালে ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৩৫ হাজার ৮শ' ২৯ জন। এবারে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৪শ' জন ছিল পরীক্ষার্থী। যশোর বোর্ডে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৯৯২ জন পরীক্ষার্থীর জায়গায় এবারে পরীক্ষা দিয়েছে ৭৪ হাজার ৯শ' ৫১ জন। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও নেমে গেছে প্রায় অর্ধেকে। ঢাকা বোর্ডে সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, আইডিয়েল স্কুল এ্যান্ড কলেজ এবং যশোর বোর্ডে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ ফলপর্বে নিজস্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। ঢাকা বোর্ডে অবশ্য গেল বছরেও সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের আধিপত্য ছিল স্পষ্ট।

ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুল ১ম সহ ১৪টি স্থান দখল করেছে। আইডিয়েল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বিজ্ঞান বিভাগে দখল করেছে ৮টি, সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগে ১টি স্থান। সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম স্থানটিই গেছে আইডিয়েল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দখলে। এ বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের মেধা তালিকায় ১০, ১১, ১২, ১৮ স্থানগুলোতে সমান নম্বরের ৩ জন করে পরীক্ষার্থী দখল নিয়েছে। ১৩,১৪,১৫,২০তম আসন ২ জন করে পরীক্ষার্থীর দখলে গেছে। ১৬তম স্থান পেয়েছে ৫ জন; ১৯তম স্থান ৪ জন। মেধা তালিকার দখল পেয়েছে এমন ১৯টি স্কুলের সবই ঢাকা-ময়মনসিংহ এলাকার। সৌদি আরবের জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কেন্দ্রের একজন পরীক্ষার্থিনী সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৬তম স্থান পেয়েছে। একই পরীক্ষার্থিনী ৯ম হয়েছে মেয়েদের তালিকায়। সম্মিলিত মেধা তালিকার বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগে ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ ৫, মতিঝিল সরকারী গার্লস কলেজ ও অগ্রণী গার্লস কলেজ ৩টি করে স্থান, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ৭, ভিখারুন্নিসা নুন স্কুল ৩, হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল ২, খিলগাঁও গার্লস হাই স্কুল-২, একে খান হাই স্কুল ২, রাইফেলস স্কুল অ্যান্ড কলেজ ২ এবং মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী অ্যান্ড গার্লস হাই স্কুল, পল্লবী এমআই মডেল হাই স্কুল, শহীদ আনোয়ার গার্লস হাই স্কুল, বিন্দুবাসিনী সরকারী বয়েজ হাই স্কুল, আলী আহমদ হাই স্কুল, আদমজী হাই স্কুল, শের-ই-বাংলা নগর সরকারী গার্লস স্কুল ১টি করে স্থান দখল করেছে। বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞানে মেয়েদের পৃথক তালিকায় ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ ৪, ভিখারুন্নিসা নুন স্কুল ৩, হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল ২ এবং অগ্রণী গার্লস হাই স্কুল ১টি স্থান পেয়েছে।

সরকারী ল্যাবরেটরী, আইডিয়েলের পরে নজর কাড়া সাফল্য মির্জাপুর ও ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের।

যশোর বোর্ডে বিজ্ঞানের মেধা তালিকায় দু'টি ক্যাডেট কলেজ একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করেছে। চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়েছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ। প্রথম তিনটি স্থানসহ এই কলেজের ছাত্ররা মেধা তালিকায় মোট ১৫টি স্থান দখল করেছে। এর পরেই রয়েছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। মেধা তালিকায় এই কলেজের ৯ জন ছাত্র স্থান করে নিয়েছে।

তবে সমাজবিজ্ঞানে ভাল করেছে জেলা পর্যায়ের সরকারী স্কুলগুলো। এক্ষেত্রে মেধা তালিকায় এককভাবে কোন স্কুল প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মেধা তালিকায় প্রথম ২০টি স্থানে রয়েছে ১৬টি স্কুলের ছাত্রছাত্রী।

যশোর বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় মেয়েরা পিছিয়েছে স্পষ্ট হারে। ছেলেরা পেয়েছে ২৯, মেয়েরা ২টি স্থান। ঝিনাইদহ, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ ছাড়াও মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে করোনেশন গার্লস কলেজ দাউদ পাবলিক স্কুল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, বাগেরহাট সরকারী হাই স্কুল, বরিশাল সরকারী গার্লস হাই স্কুল, হোগলাডাঙ্গা কাজীগ্রাম স্কুল, মনিরামপুর সরকারী হাই স্কুল, রাজাপুর পাইলট হাই স্কুল, খুলনা জিলা স্কুল, সেন্ট যোশেফ হাই স্কুল, শার্শা পাইলট হাই স্কুল, কুষ্টিয়া সরকারী গার্লস হাই স্কুল, ঝিনেদা সরকারী গার্লস হাই স্কুল, ঝিকরগাছা এমএন সেকেন্ডারী স্কুল, হাবিবপুর সেকেন্ডারী স্কুল, যশোর সরকারী গার্লস হাই স্কুল, সাতক্ষীরা সরকারী গার্লস হাই স্কুল, গাড়াগঞ্জ সেকেন্ডারী স্কুল।

যশোর বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগের মেয়েদের মেধা তালিকায় এবারেও শীর্ষে রয়েছে খুলনার সরকারী করোনেশন গার্লস হাই স্কুলের মেয়েরা। ১০টি স্থানে ১ম, ২য় সহ এই স্কুলের মেয়েরা পেয়েছে ৬টি স্থান।